Background to the First Opium War

 ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল ইলিয়ট কয়েকখানি আধুনিক জাহাজ, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে চিন আক্রমণ করেছিল। চিনের ইতিহাসে এটি হল প্রথম আগ্রাসী পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ। ইমানুয়েল সু মনে করেন এটি ছিল চিনাদের আফিম- বিরোধী লড়াই (For the Chinese, the war was primarily a crusade against opium)। এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে চিনারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছিল। ভিনাক বলেছেন যে আফিম ছিল উপলক্ষ্য মাত্র, আসল কারণ হল বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের ক্যান্টন ব্যবস্থার বিরোধিতা। এই ব্যবস্থার অপমানজনক শর্তগুলি তারা মানতে চায়নি। রুদ্ধদ্বার চিনকে তারা পশ্চিমের সম্প্রসারণশীল শিল্প-বাণিজ্য ব্যবস্থার কাছে উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছিল। চিন তার প্রথাগত জীবন ও সংস্কৃতি বজায় রাখতে চেয়েছিল, পশ্চিমি দেশগুলি নিজেদের স্বার্থে এই বিশাল দেশ ও বাজারকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছিল (There is little doubt that some kind of Sino-foreign war would have come, given the irresistible vigour of western expansion and the immovable inertia of Chinese institution)। ফেয়ারব্যাঙ্ক মনে করেন আফিম নিয়ে বিরোধের চেয়ে চিনের নজরানা প্রথা নির্ভর বাণিজ্য ব্যবস্থার বিরোধিতা বেশি জোরালো ছিল।

 ভিনাক লিখেছেন যে আফিম ছিল ইঙ্গ-চিন যুদ্ধের উপলক্ষ্য মাত্র, আসল কারণ হল অন্য রকম। এই যুদ্ধের কারণের মধ্যে রয়েছে চিনের নজরানা-কেন্দ্রিক বৈদেশিক বাণিজ্য, চিনের নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা এবং চিনের শাসকগোষ্ঠীর বৈদেশিক বাণিজ্যের বিরোধিতা। শাসকগোষ্ঠী মনে করত চিনের কোনো বৈদেশিক পণ্যের প্রয়োজন নেই, বিদেশিদের ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যের অধিকার দিয়ে অনুগ্রহ করেছে। চিন মনে করেছিল যে যুদ্ধ বিদ্যায় সে উন্নততর (China’s superiority in warfare, her skill in civilizing outsiders, and her possession of precious trading goods to bring foreigners to accept tributary status)। চিনের উন্নতমানের পণ্য সংগ্রহের জন্য বিদেশিরা সেখানে আসে। চিন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির খবর রাখত না। উনিশ শতকে বিদেশিরা শুধু চিনের পণ্য কিনতে আসত না, তাদের শিল্পে উৎপন্ন পণ্যের জন্য চিনে বাজারের সন্ধান করেছিল (Western manufacturers were beginning to look for Chinese markets)। অবাধ মুক্ত বাণিজ্যের যুগে পশ্চিমি দেশগুলি বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ও সমতার ভিত্তিতে কূটনৈতিক সম্পর্ক দাবি করেছিল। চিনের প্রথাগত আইন ও বিচার ব্যবস্থা পশ্চিমি দেশগুলির পছন্দ ছিল না, তারা নিজেদের আইন অনুযায়ী নিজেদের বণিকদের বিচার করতে চেয়েছিল। বলা যায় দুই ভিন্নধর্মী সভ্যতা ও দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতের প্রকাশ ঘটেছিল ইঙ্গ-চিন দ্বন্দ্বে।

 প্রথম ইঙ্গ-চিন যুদ্ধের তিনটি পর্ব ছিল (১৮৩৯-১৮৪২)। প্রথম পর্বে দুই ইলিয়ট (ক্যাপটেন ইলিয়ট ছিলেন ক্যান্টন বাণিজ্যের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আর অ্যাডমিরাল ইলিয়ট ছিলেন, ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান) কতকগুলি দাবি নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছিল। প্রথম পর্বের যুদ্ধ চলেছিল ১৮৪০ জুন থেকে ১৮৪১ জানুয়ারি পর্যন্ত। ইংরেজদের দাবিগুলি-হল কুঠি অবরোধের ক্ষতিপূরণ, যে আফিম ধ্বংস করা হয়েছিল তার দাম, হং বণিকদের কাছে প্রাপ্য বকেয়া ঋণ পরিশোধ এবং কোহং প্রথার অবসান। সামরিক অভিযানের ব্যয় এবং ইংরেজদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য একটি দ্বীপ। প্রথম পর্বে চিনাদের পক্ষে এই যুদ্ধে লিন নেতৃত্ব দেন, কিন্তু বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেও চিনারা পরাস্ত হয় কারণ তাদের অস্ত্রশস্ত্র, নেতৃত্ব ও রণকৌশল ছিল মধ্যযুগীয়। সৈনিক ও নাবিকরা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। ইংরেজরা লিনের অপসারণ দাবি করেছিল, ইংরেজরা তিয়েনসিনের কাছে উপস্থিত হলে রাজধানীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। লিন পদচ্যুত হন, তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো হয়, ১৮৪৫ পর্যন্ত তিনি নির্বাসনে ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এই সৎ, দক্ষ কমিশনার আবার রাজকর্মে নিযুক্ত হন, ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। লিনকে পদচ্যুত করে সম্রাট চিশানকে কমিশনার নিযুক্ত করেন। চিশান যুদ্ধের চেয়ে কূটনীতির ওপর বেশি জোর দেন, ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে চুয়ানপির সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুয়ানপি কনভেনশন ছিল চিনা সম্রাটের কাছে অত্যন্ত অসম্মানজনক, আবার ব্রিটিশ সরকারও এই যুদ্ধবিরতির শর্তাবলীকে সন্তোষজনক বলে গণ্য করেনি (The British government was equally displeased With the terms of the convention)। উভয় পক্ষ চুয়ানপি কনভেনশন অস্বীকার করলে ইঙ্গ-চিন যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল, চলেছিল ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসু পর্যন্ত। সম্রাট তাঁর আত্মীয় ই শানকে কমিশনার নিযুক্ত করেন। ক্যাপটেন ইলিয়ট চিনের ওপর আক্রমণ চালিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ করে দেন, বোগের দুর্গ দখল করেন, পার্ল নদীর ওপর আধিপত্য স্থাপন করে ক্যান্টন অবরোধ করেন। চি শান ইংরেজদের সঙ্গে দ্বিতীয় কনভেনশন স্বাক্ষর করেন (২৭ এই চুক্তিতে বলা হয়। মে, ১৮৪১)। এই পর্বে অবরুদ্ধ ক্যান্টনবাসীরা যৌথভাবে সানওয়ানলিতে ইংরেজদের আক্রমণ করেছিল, মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা এই ঘটনাটিকে চিনা জাতীয়তাবাদের প্রথম স্ফুরণ বলে উল্লেখ করেছেন (Marxist historians have hailed this incident as the first sign of Chinese nationalism)। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের নানকিং চুক্তি পর্যন্ত হল এই যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব। ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ ও শান্তি নিয়ে আলোচনার দায়িত্ব পান স্যার হেনরি পটিংগার, এই সময় ক্যান্টনে চিনা কমিশনার ছিলেন চিয়িং (Chiying)। চিনারা ইংরেজদের বাধা দিতে পারেনি, ইংরেজরা বিনা বাধায় সাংহাই ও চিনকিয়াং-এ পৌঁছে যায়। চিনাদের ব্যর্থতা প্রকটভাবে ধরা পড়েছিল (The futility of war was obvious)। উভয় পক্ষ নানকিং চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগস্ট। চিনের সম্রাট ও রানি ভিক্টোরিয়া এই চুক্তিতে সম্মতি দেন। এই চুক্তিতে মোট তেরোটি শর্ত ছিল, কিন্তু যুদ্ধের প্রধান কারণ আফিম এই চুক্তিতে স্থান পায়নি।